ঢাকা মহানগরীতে অবস্থিত বাংলাদেশ তাঁতবোর্ডের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠান সমূহের সংখ্যা ও অবস্থান

হস্তচালিত তাঁত শিল্প বাংলাদেশের সর্ববৃহত কুটির শিল্প। জাতীয় অর্থনীতিতে এ শিল্পের ভূমিকা অপরিসীম। ২০০৩ সালের তাঁত শুমারী অনুযায়ী দেশের মোট তাঁত সংখ্যা ৫,০৫,৫৫৬ টি। এর মধ্যে ৩১,৩২,৪৫৬ টি তাঁত চালু আছে। দেশে বর্তমানে আভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদার শতকরা ৪০ ভাগ ও উৎপাদনের শতকরা ৬৩ ভাগেরও অধিক তাঁত শিল্প থেকে সরবরাহ করা হয়। তাঁত শিল্পে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১৫.০০ লক্ষ লোক জড়িত রয়েছে। কর্মসংস্থানের দিক দিয়ে এর স্থান কৃষির পরে দ্বিতীয় বৃহত্তম। পল্লী অঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এবং সেখানে মহিলাদের অন্তর্ভুক্তিতে তাঁত শিল্পের ভূমিকা অনন্য।

জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ এ তাঁত শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে এক অধ্যাদেশ বলে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশ হ্যান্ডলুম বোর্ড (বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড) গঠিত হয়। তাঁত শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন, তাঁতীদেরকে উৎপাদন উপকরণ সরবরাহ ও উৎপাদিত পণ্য বিপণনে সহায়তাদান এবং তাঁত শিল্পের সম্প্রসারণ, বিকাশ ও তাঁদের কল্যাণে প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা তাঁত বোর্ডের অন্যতম কাজ। ঢাকা মহানগরীতে তাঁত বোর্ডের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। এছাড়া তাঁত শিল্পের সম্প্রসারণ ও তাঁতীদের সেবা ও সুবিধা দানের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন তাঁত বহুল এলাকায় তাঁত বোর্ডের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সেবা ও সুবিধাদান কেন্দ্র রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে অবস্থিত তাঁত বোর্ডের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান সমূহের সংখ্যা ও অবস্থান নিম্নরূপ :

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড এবং এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠান সমূহের সংখ্যা ও অবস্থান

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান সমূহের সংখ্যা ও অবস্থান	সংখ্যা	অবস্থান (বন্ধনীর ভিতরের স্থানের নাম প্রশাসনিক জেলাকে বোঝায়)
প্রধান কার্যালয়	১	বিটিএমসি ভবন (৫ম তলা) ,৭-৯, কাওরানবাজার,ঢাকা-১২১৫,বাংলাদেশ
সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (এস.এফ.সি)	৩	কুমারখালী (কুষ্টিয়া) এবং বানছারামপুর (ব্রাক্ষনবাড়িয়া)
ডাইং এন্ড প্রিন্টিং ইউনিট (ডি.পি.ইউ)	১	চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম
হ্যান্ডলুম সার্ভিস সেন্টার (এইচ.এস.সি)	১	রায়পুরা, নরসিংদী
টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (টি.এফ.সি)	৩	শোভারামপুর (কুমিল্লা), চৌমুহনী (নোয়াখালী), বরিশাল এবং শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ)
বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র (সি.পি.সি)	১	মাধবদী (নরসিংদী)
হ্যান্ডলুম ট্রেনিং ইনসটিটিউট	১	শাহেপ্রতাব (নরসিংদী)
হ্যান্ডলুম ট্রেনিং সেন্টার	১	বেড়া (পাবনা)
বেসিক সেন্টার	৩০	মিরপুর (ঢাকা), টাংগাইল, কালিহাতি (টাংগাইল), ময়মনসিংহ, কমলগঞ্জ (মৌলভিবাজার), হোমনা (কুমিল্লা), বানছারামপুর (ব্রাক্ষনবাড়িয়া), বান্দরবান, রাংগামাটি, কক্সবাজার, রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ), আড়াইহাজার (নারায়ণগঞ্জ), নরসিংদী, দোহার (ঢাকা), পটুয়াখালী, গৌরনদী (বরিশাল), ভাংগা (ফরিদপুর), কুমারখালী (কুষ্ঠিয়া), সাতক্ষীরা, খুলনা, যশোর, কালীগঞ্জ (যশোর), শৈলকুপা (যশোর), রাজশাহী, কাহালু (বগুড়া), চিরিরবন্দর (দিনাজপুর), সাঁথিয়া (পাবনা), শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ), উল্লাপাড়া (সিরাজগঞ্জ) এবং সিরাজগঞ্জ ।

(ক) ২০০৪ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ প্রান্তিক তাঁত মালিকদের পুনর্বাসন কর্মসূচীর আওতায় অনুদান প্রদান ২১/৫/২০০৮ পর্যন্ত হিসাব।

১. অনুদানের জন্য নির্ধারিত প্রান্তিক তাঁত মালিকের সংখ্যা	= ৪৫,৫৮৪ জন
২. অনুদানের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান	= ১০,৫২,৪১.০০০/-
৩. অনুদান বিতরণের জন্য মোট জেলার সংখ্যা	= ৩৮ টি
৪. অনুদান প্রাপ্ত তাঁত মালিকদের সংখ্যা	= ৪৫,৩৩৬ জন
৫. তাঁতীদের মধ্যে বিতরণকৃত অর্থের পরিমান	= ১০,৩৫,৫১.০০০/-

(খ) এ ছাড়া ২০০৪ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ এক লক্ষ দরিদ্র তাঁতী শ্রমিকদের ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

(গ) ২০০৭ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ তাঁতী পরিবারদের সরকার কর্তৃক পুনর্বাসনের লক্ষে ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরের অপ্রত্যাশিত ব্যয় ব্যবস্থাপনা খাত হতে ২,০০.০০ লক্ষ (দুই কোটি) টাকা অনুদান হিসেবে বরাদ্দ করা হয়েছে। অনুদান হিসেবে বরাদ্দ কৃত অর্থ বিতরণের লক্ষে ১৬ টি জেলায় ৩৬ টি উপজেলায় ১০ হাজার তাঁতী পরিবারের মধ্যে বিভাজন করা হয়েছে। ১৩/৫/২০০৮ পর্যন্ত ৯১৩১ জন অনুদান সুবিধাভোগীর তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে। গত ১৬/৫/২০০৮ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা সিরাজগঞ্জ জেলার শাহাজাদপুর উপজেলায় অনুদানের চেক বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন।